

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু সহ সকল শহীদদের প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে বাংলাদেশ মুক্তিযোদ্ধা সংসদ অস্ট্রেলিয়ার বিজয় দিবস উদযাপন

সংবাদ: দীর্ঘ নটি মাস হানাদার পাকিস্তান বাহিনীর সাথে রক্তক্ষয়ী সশস্ত্র যুদ্ধের পর ৩০ লাখ শহীদদের রক্ত ও ২ লাখ মা-বোনের ইজ্জতের বিনিময়ে ১৯৭১ সনের ১৬ই ডিসেম্বর বিজয় অর্জন করে বাঙালী জাতি। এই দিনটিতেই বাংলাদেশের মুক্তিবাহিনী ও ভারতীয় বাহিনীর যৌথ কমান্ডের নিকট আত্মসমর্পন করতে বাধ্য হয় হানাদার পাকিস্তান বাহিনী। মহান বিজয় দিবস উপলক্ষে গত ১৯শে ডিসেম্বর ২০১০ রবিবার বাংলাদেশ মুক্তিযোদ্ধা সংসদ অস্ট্রেলিয়া কমান্ড ইউনিট এক বিশেষ অনুষ্ঠানের আয়োজন করে। তিন অধ্যায়ের অনুষ্ঠানটির আয়োজনে ছিল মধ্যাহ্ন ভোজ, বিশেষ আলোচনা সভা ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান। অনুষ্ঠানের শুরুতে জাতীয় সঙ্গীত ও স্বাধীনতা যুদ্ধের শহীদদের প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে এক মিনিট নিরবতা পালন করা হয়।

অনুষ্ঠানটিতে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের অনারারী কনসাল জেনারেল এত্বনী খৌরী। প্রধান অতিথির বক্তব্যে জনাব খৌরী অস্ট্রেলিয়ায় প্রবাসী বাংলাদেশীদের প্রশংসা করে বলেন যে বাংলাদেশীরা তাদের নিজ দড়াতার জোরে আজ অস্ট্রেলিয়ার সরকারী চাকুরী, বিশ্ববিদ্যালয় সমূহের শিক্ষাকতা সহ বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ পদে কর্মরত থেকে অস্ট্রেলিয়ার আর্থ সামাজিক উন্নয়নে বিশেষ অবদানে কাজ করে যাচ্ছে। বাংলাদেশ ও অস্ট্রেলিয়ার মাঝে ব্যবসা ও অন্যান্য স্বার্থ সংশ্লিষ্ট কাজে সবাইকে একত্রে কাজ করার আহ্বান জানান।

সংসদের আহ্বায়ক মুক্তিযোদ্ধা আবুল হেলালউদ্দিন জাতির পিতা বঙ্গবন্ধুর শেখ মুজিবুর রহমানকে শ্রদ্ধা জানিয়ে তার বক্তব্যে গুরুত্ব করেন। তিনি বলেন বাংলার মাটিকে শত্রু মুক্ত করতে বঙ্গবন্ধুর আহ্বানে ছুটে এসেছিলো লড়া লড়া বাঙালী। তিনি শ্রদ্ধাভরে স্মরণ করেন সেনাবাহিনী ও ইপিআর এর সেই সকল সদস্যদের যারা বাংলার স্বাধিকারের জন্যে জীবন বাজি রেখে যুদ্ধ করেছিলো। তিনি শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করেন মুজিবনগর সরকারের অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি সৈয়দ নজরুল ইসলাম, প্রধানমন্ত্রী তাজউদ্দিন আহমেদ সহ তৎকালীন রাজনৈতিক নেতৃত্বকে। আরো স্মরণ করেন মুক্তিযুদ্ধের সেনানায়ক জেনারেল এম এ জি ওসমানী এবং মুক্তিযুদ্ধের জেড ফোর্সের অধিনায়ক জিয়াউর রহমান বীর উত্তম সহ সকল সেক্টর কমান্ডারকে।

জনাব হেলাল বলেন আজ স্বাধীনতার ৪০ বছর পরও অর্জিত হয়নি অর্থনৈতিক মুক্তি। আজো আমরা শুনি মুক্তিযোদ্ধারা নিজ দেশেই নিগৃহিত। অসহায় জীবন যাপন করছেন দেশের জন্যে যুদ্ধ করতে গিয়ে শরীরের অঙ্গ হারানো গরীব মুক্তিযোদ্ধারা। তিনি প্রবাসী অস্ট্রেলিয়া প্রবাসীদের পঙ্গু ও গরীব মুক্তিযোদ্ধাদের সাহায্যার্থে একটি তহবিল গঠনে এগিয়ে আসার আহ্বান জানান।

সংসদের সদস্য সচিব ওয়ালিউর রহমান টুনু তার সংক্ষিপ্ত বক্তব্যে সিডনির বিভিন্ন এলাকা থেকে আগত উপস্থিত সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে বলেন আপনাদের উপস্থিতিই আজকের অনুষ্ঠানের উপস্থিতিই আজকে অনুষ্ঠানটিকে সাফল্যমন্ডিত করেছে। ভবিষ্যতেও আমরা আরো সুন্দর সুন্দর অনুষ্ঠান আপনাদেরকে উপহার দিতে পারবো আশা করি। তিনি বলেন এখন থেকে বাংলাদেশ মুক্তিযোদ্ধা সংসদ অস্ট্রেলিয়া নিয়মিত স্বাধীনতা দিবস, জাতীয় শোক দিবস, বিজয় মেলা করবে। তিনি অনুষ্ঠানটি সফল করতে সাহায্যে জন্যে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন বাংলা বার্তা, দেশ বিদেশ, বাসভূমি, সিডনিবাসি, সিডনি বাংলা সহ সকল সংবাদ মাধ্যমগুলোর প্রতি।

আলোচনা সভাটি পরিচালনার দায়িত্বে ছিলেন সংসদের যুগ্ম আহ্বায়ক মুক্তিযোদ্ধা কায়সার আহমেদ। আলোচনা সভার পরপরই অনুষ্ঠিত হয় মনোজ্ঞ সাংস্কৃত অনুষ্ঠান। অনুষ্ঠানটিকে উপভোগ্য করে তুলেছিলেন সিডনির বিশিষ্ট শিল্পীযুগল অভিজিত বড়ুয়া ও বিপাশা বড়ুয়া এবং লাকেশা বাংলা স্কুলের ছোট মনিরা। অনুষ্ঠানটি পরিচালনার দায়িত্ব পালন করেন মুক্তিযোদ্ধা নাসিম সামাদ। বৈকালিক চা-চক্রের মধ্য দিয়ে অনুষ্ঠানের সমাপ্তি ঘোষণা করা হয়।





